রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ১৩, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ ১৪২২/১৩ মে ২০১৫

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৫.১২০–গত ৬ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের রাজ্যসভায় এবং ৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের লোকসভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমানা চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুসমর্থিত হয়েছে। ভারত কর্তৃক ঐতিহাসিক এই চুক্তি অনুসমর্থনের ফলে দুই দেশের মধ্যকার র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রসূত সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের স্থলসীমানা সংক্রান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিরসন হল। যুগান্তকারী এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে, যা দুই দেশের ছিটমহলগুলিতে বসবাসকারী জনগণের কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর ১৯ মার্চ ১৯৭২ তারিখে তাঁর দূরদর্শী উদ্যোগে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বঙ্গবন্ধু সেইসঙ্গে দু'দেশের মধ্যকার স্থলসীমানা বিরোধের ন্যায্য, শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৬ মে ১৯৭৪ তারিখে উভয় দেশের মধ্যে স্থলসীমানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৮ নভেম্বর ১৯৭৪ তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে চুক্তিটি অনুসমর্থন করা হয়। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বরণের পর এই প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ে। ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ৪১ বছর পর অবশেষে ৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারত কর্তৃক চুক্তিটি অনুসমর্থিত হল।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। মন্ত্রিসভা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতির পিতার অগ্রণী ও দূরদর্শী ভূমিকা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে। মন্ত্রিসভা আরও মনে করে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, তাঁর বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতির ফলেই এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমানা চুক্তি বাস্তবায়নেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অবিচল ছিলেন।

৪। ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক চুক্তিটির সর্বসম্মত অনুসমর্থন বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বন্ধুসুলভ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবেরই প্রতিফলন। এইজন্য ভারতের সরকার, পার্লামেন্ট ও জনগণকে ধন্যবাদ এবং এই অসামান্য অর্জনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৮ বৈশাখ ১৪২২/১১ মে ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৫। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উল্লিখিত প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার ধন্যবাদ ও অভিনন্দন প্রস্তাব

২৮ বৈশাখ ১৪২২
ঢাকা:----------
১১ মে ২০১৫

গত ৬ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের রাজ্যসভায় এবং ৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের লোকসভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমানা চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুসমর্থিত হয়েছে। ভারত কর্তৃক ঐতিহাসিক এই চুক্তি অনুসমর্থনের ফলে দুই দেশের মধ্যকার র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রসূত সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের স্থলসীমানা সংক্রান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিরসন হল। যুগান্তকারী এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে, যা দুই দেশের ছিটমহলগুলিতে বসবাসকারী জনগণের কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর ১৯ মার্চ ১৯৭২ তারিখে তাঁর দূরদর্শী উদ্যোগে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বঙ্গবন্ধু সেইসঙ্গে দু'দেশের মধ্যকার স্থলসীমানা বিরোধের ন্যায্য, শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৬ মে ১৯৭৪ তারিখে উভয় দেশের মধ্যে স্থলসীমানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৮ নভেম্বর ১৯৭৪ তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে চুক্তিটি অনুসমর্থন করা হয়। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বরণের পর এই প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ে। ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ৪১ বছর পর অবশেষে ৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারত কর্তৃক চুক্তিটি অনুসমর্থিত হল।

মন্ত্রিসভা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতির পিতার অগ্রণী ও দূরদর্শী ভূমিকা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে। মন্ত্রিসভা আরও মনে করে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, তাঁর বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতির ফলেই এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমানা চুক্তি বাস্তবায়নেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অবিচল ছিলেন।

ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক চুক্তিটির সর্বসম্মত অনুসমর্থন বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বন্ধুসুলভ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবেরই প্রতিফলন। এইজন্য মন্ত্রিসভা ভারতের সরকার, পার্লামেন্ট ও জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। এই অসামান্য অর্জনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd